জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২১শে আশ্বিন বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 8th Oct. 1958 { ২১শ সংখ্যা

১৬ই আশ্বিন ১৮৮০ শকাব্দ

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seva

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

বুদ্ধিমানের দেশ

—০—

পল্লীগ্রামে তো বুদ্ধি-ব্যবসায়ী আইনজ্ঞ লোক থাকে না। কাহারো কোন বুদ্ধির দরকার হ'লে গ্রামের মণ্ডলের নিকট পরামর্শ লইয়া থাকে। মণ্ডল যদি একা পরামর্শ না দিতে পারে, তাহা হইলে গ্রামের আর পাঁচজনকে ডেকে যুক্তি ক'রে কি করা কর্ত্তব্য ঠিক করে। এই পদ্ধতি প্রায় গ্রামে প্রচলিত ছিল। গ্রাম্য প্রবাদ ছিল—"দশে মিলে করি কাজ —হারি জিতি নাহি লাজ।"

গ্রামের নাম সেয়ানাপাড়া। নাম শুনিলেই মনে হয় যেন গ্রামটির লোক সব সেয়ানা (চালাক)। ঐ গ্রামে এক কর্ম্মকার বাস করিত। তার নাম রামচন্দ্র কর্ম্মকার। লোকে তাকে রামাই কামার ব'লে ডাকতো। রামাই লোহ শিল্পে বেশ দক্ষ কারিগর। পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত গ্রামের কাজকর্ম্ম সেই করে। রোজগার বেশ ভাল হয়। রামাই এর তিন কুলে কেহ নাই। উপার্জ্জনের অর্থ সব নোট ও মোহর করিয়া কোমরে এক গেঁজেতে রেখে দিত। বোধ হয় অনেকেই জানেন জালের মত বোনা সরু লম্বা থলেকে গেঁজে বলে। কোমরে বেল্‌টের মত দুই তিন পাক দিয়ে বেঁধে রাখতো। যখন যেখানে যেতো তার যথাসর্ব্বস্ব সঙ্গেই থাকতো। সে গ্রামের মণ্ডলকে এবং আর পাঁচ-জনকে বলে রেখেছিল—আমার কেউ নাই, পয়সা-কড়িও নাই। একখানা সাধারণ কাগজে উইলের মত লিখে কয়েক জনকে সাক্ষী রেখেছিল। তাতে গ্রামের সবকে ভার দিয়েছিল—সে যখন মরবে তখন ভিটেখানা, হাতিয়ারগুলো যে উচ্চ দাম দিবে তাকে দিয়ে গ্রামের পাঠশালায় সব টাকা দেওয়া হয় যেন।

রামাই রক্ত-অতিসার রোগে মারা গেল। গ্রামের মণ্ডল নিজে পাঁচ টাকা ডোমদের মদ খেতে দিয়ে গ্রামের পাশে নদীতে ফেলার ব্যবস্থা করলো। রামাই মলমূত্র মাখা অবস্থায় দেহত্যাগ করায় ডোমেরাও ওর গলায় ও পায়ে দড়ি বেঁধে একখানা বাঁশ দিয়ে নাকে কাপড় দিয়ে ঘৃণার সঙ্গে নদীতে ফেলে দিল।

গ্রামের মণ্ডলের এক পাশ করা ভাই দূরদেশে চাকরী করে। তার স্ত্রী গ্রামের বাড়ীতে ভাশুর এর তত্ত্বাবধানে থাকে। কোনও সন্তানাদি হয়নি। এই ছোট বউটি ঘোমটা দিয়ে বাড়ীতে ও গ্রামে থাকে। সে বেশ বুদ্ধিমতী। রামাই এর কার-খানার পাশ দিয়ে সে নদীর ঘাটে স্নান করতে যেতো। একদিন সে ঘোমটার মধ্য হ'তে দেখে-ছিল—রামাই কোমরে মোহর পোরা গেঁজে বাঁধছে। বউটি বৈকাল বেলা নদীতে গা ধুতে গিয়ে দেখলো—ঘাটের কিছু দূরে গোটা কত শকুনি বসে আছে, একটি কুকুর তাদের তাড়া করে যাচ্ছে। ঘাটে আর একটি প্রতিবেশী মেয়ে ছিল, তার জিম্মায় কলসীটি রেখে শৌচে যাবার অছিলা ক'রে শকুনগুলোর কাছে গিয়ে লক্ষ্য করে দেখলো রামাই এর মৃতদেহ একটা ঝোপে আটকে আছে। পুরুষের দেহ উপুর হ'য়ে ভাসছে, কচ্ছপ ও মাছে তার কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছে। জালের মত গেঁজে আর তার মধ্যে মোহর বেশ নজর হওয়ায় মোড়লদের ছোট বউ মড়াটি যাতে ভেসে না যায় তার নিজের গামছা ছিঁড়ে মড়ার হাঁটুতে বেঁধে ঝোপে আটকিয়ে রেখে বাড়ী গিয়ে রাত্রির অন্ধকারের অপেক্ষা করতে লাগলো। যে মেয়েটির জিম্মায় কলসী রেখে এসেছিল, তার দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—বউ-দি তুমি গামছা ছিঁড়ে কি বাঁধলে ঝোঁপের সঙ্গে? বউ উত্তর দিল ও কিছু না। মেয়েটির সন্দেহ হলো। সে বাড়ী গিয়ে মোড়লদের ছোট বউ-এর উপর নজর রাখতে লাগলো। অন্ধকার হ'লে বউ যখন একটা মাটির কলসী নিয়ে নদীর ঘাটে গেল মেয়েটি গোপনে নদীর ঘাটে গিয়ে দেখলে বউ একটি ছুরী বাহির করলো কলসীর মধ্য হ'তে। মেয়েটি দেখলো মড়াটার কি কেটে নিয়ে কলসীতে পুরে কাঁকালে নিয়ে বাড়ী এসে ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করলে। মেয়েটির সন্দেহ হলো মোড়লদের ছোট বউ রাক্ষসী হয়েছে—সে মড়ার মাংস কেটে নিয়ে এসে ঘরে বসে খাবে।

সকাল বেলা মেয়েটি মোড়লদের বড় বউকে আনুপূর্ব্বিক সব বলে দিল। বড় বউ আবার তার স্বামী—বড় মোড়লকে জানালো। স্ত্রী-এর কথায় মণ্ডলজীর ছোট বউ যে রাক্ষসী হ'য়ে মড়া খেয়েছে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়ায় মণ্ডলজী ছোট বউকে কিছু না ব'লে নিজের ছোট ভাই এর চাকরী-স্থলে টেলিগ্রাম করে দিল। ভাই খবর পাওয়া মাত্র ছুটি নিয়ে বাড়ী এসে দাদার কাছে, বউ-দির কাছে, পাড়ার প্রত্যক্ষদর্শিনী মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা ক'রে ছোট বউ এর কোষ্ঠীতে রাক্ষস-গণ আছে স্মরণ ক'রে দাদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ছোট বউকে কোন কথা না বলেই তার পিত্রালয় যাবার জন্য তৈরী হ'তে বল্‌লো। ছোট বউ স্বামীকে কত ইসারা ইঙ্গিতে তার শয়ন ঘরে একাকী তার বক্তব্য শুন্‌তে সম্মত করতে পারলো না। স্ত্রীকে আগে আগে হাঁটতে ব'লে স্বামী একগাছি মোটা লাঠি নিয়ে পেছন পেছন সতর্কভাবে চলতে লাগলো। ছোট বউ তার দিকে মুখ করে কিছু বলারও সুযোগ পেলো না। বউ যদি একটু পিছন পানে আসে স্বামী দশ হাত পিছিয়ে যায় পাছে কামড়ায় ভয়ে। পথে এক স্থানে বৃষ্টির জল জমেছে। এক ধানের উঁচু জমি দিয়ে লোকে পথ ক'রে যাতায়াত করে। জমির মালিক সেই পথে কাঁটা দেয় লোক আর এক জায়গা দিয়ে পথ করে। ফলে জমির মালিক যতবার কাঁটা দেয় লোকে ততবার নূতন পথ করে। জমিখানি ঠিক করকোষ্ঠীর মত-শুধুই পথে ভর্ত্তি হ'য়ে ফসল নষ্ট হচ্ছে। জমির মালিকের পুনঃ পুনঃ পথ বন্ধ করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করার আক্কেলকে নিন্দা ক'রে স্বামী যেই বলেছে জমির মালিক কি "বুদ্ধিমান!"

যেই সে বলেছে অমনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে স্ত্রী বলে উঠলো "তোদের এটা বুদ্ধিমানের দেশ!"

"এক বুদ্ধিমান্ রামাই কামার।
আর বুদ্ধিমান ভাশুর আমার।
আর বুদ্ধিমান্ তুই।
আর বুদ্ধিমান্ যে বেটার এই ভুঁই।"

এই ছড়াটি বলেই রামাই কামারের সেই গেঁজে ভরা সোনার টাকা আর রোদে শুকিয়ে নেওয়া নোট দেখাতেই ছোট মোড়লের বুদ্ধি খুলে গেছে। স্ত্রী-এর মুখে সব শুনে—বাড়ী ফিরে এসে দাদাকে বল্‌লে "দাদা! ভেবে দেখলাম নারায়ণ সাক্ষী করে যাকে বিয়ে করেছি তাকে ত্যাগ করা খুব অধর্ম্ম হবে।"

দাদা ছোট বউ রাক্ষসী তাদের ছেলেপিলে সবকে খেয়ে ফেলবে বলে সে বাড়ী ত্যাগ ক'রে সপরিবারে অন্যত্র চলে গেল। রাক্ষসী বউ নিয়ে ছোট মণ্ডল সুখে সচ্ছন্দে বাস করতে লাগলো।

টিউবওয়েলের ঘোলাজল

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটীর টিউবওয়েলটীতে কিছুদিন হইতে পাঁক গন্ধযুক্ত ঘোলাজল উঠিতেছে। জল পানীয়রূপে ব্যবহার করা চলে না। আমরা এ বিষয়ে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ে দণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর খাদ্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে গত ২২শে সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয় নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে জরিমানা করিয়াছেন।

নারিকেল তৈল —হাজি আনিরুদ্দিন, মহম্মদ বদিরুদ্দিন, শ্রীদেবনারায়ণ পাল, প্রত্যেকের ১৫৲

সরিষার তৈল—মহম্মদ বদিরুদ্দিন, জানকী-প্রসাদ ভকত, উভয়ের ১৫৲ টাকা। সর্ব্ব সাকিম জঙ্গিপুর।

দুগ্ধ—শ্রীদ্বিজপদ ঘোষ, নিস্তা, শ্রীধরণী ঘোষ, আইলের উপর, উভয়ের ১০৲ টাকা।

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা ইচ্ছুক ঠিকাদারগণের নিকট হইতে নিম্নলিখিত কার্য্যের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। নিমতিতা ষ্টেসন রোডের (ডি. বি. রাস্তা) নিমতিতা গ্রাম এবং অরঙ্গাবাদ বাজার যাইবার রাস্তার মোড় হইতে নিমতিতা নদীর ঘাট পর্য্যন্ত ৩৩৫০ ফুট দীর্ঘ রাস্তায় ইট্ এবং পাথরের খোয়ার ২০,০০০৲ (বিশ হাজার) টাকার কাজ হইবে। পূর্ণ বিবরণ নিমতিতা ইউনিয়ন বোর্ড আপিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সর্ব্ব নিম্ন দর উল্লেখ করিতে হইবে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ২৫।১০।৫৮

শ্রীরাধানাথ চৌধুরী,
প্রেসিডেণ্ট, নিমতিতা ইউনিয়ন বোর্ড,
পোঃ নিমতিতা (মুর্শিদাবাদ)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমাদের স্বত্বীয় ও খাস দখলীয় জেলা মুর্শিদাবাদ কালেক্টরীর ১৯৯নং তৌজি ভুক্ত গঙ্গাপথ জলকর তত্ত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির জন্য গুজিরপুর নিবাসী শ্রীরাজেন্দ্রনাথ হালদারের পুত্র শ্রীচণ্ডিচরণ হালদারকে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছিল তাহার কার্য্য অত্যন্ত অসন্তোষজনক, আপত্তিকর ও মালিক পক্ষের বিশেষ ক্ষতিকর হওয়ায় তাহাকে ১।১০।৫৮ তারিখে রেজেষ্ট্রী নোটিশ দিয়া কর্মচারীর পদ হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং বালিঘাটা নিবাসী মৃত রমেশচন্দ্র হালদারের পুত্র শ্রীসুকেশচন্দ্র হালদারকে বর্ত্তমান ১৩৬৫ সালের চৈত্র তক জলকর দেখাশুনার ভার দেওয়া হইয়াছে। সে মতে উক্ত চণ্ডিচরণ হালদারের সহিত গঙ্গাপথ জলকরের বর্ত্তমানে কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। উক্ত জলকর ব্যাপারে তাহার সহিত কেহ কাজ কারবার করিবেন না এবং করিলে তজ্জন্য আমরা দায়ী হইব না। ইতি—

৺যোগেন্দ্রচন্দ্র খাঁ বিভক্ত ট্রাষ্ট এষ্টেটের
ট্রাষ্টি শ্রীগণেশচন্দ্র খাঁ ও শ্রীঅন্নপূর্ণা খাঁ
পোষ্ট ও সাং মানকুণ্ড জেলা হুগলী।

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আগামী ৫।১১।৫৮ ইং তারিখে বেলা ১২ ঘটিকার সময় ১০১৭টা পুরাতন তাঁবু সেণ্ডা জামুয়ার ক্যাম্পে নিলামে বিক্রয় হইবে। নিলাম ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট তারিখে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া নিলামে ক্রয় করিতে পারেন। ইতি—৪।১০।৫৮ ইং

এস, ডি, ও, জঙ্গিপুর।

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ৭ই নভেম্বর তারিখে বেলা ৪ ঘটিকার সময় ৪৫০খানা কাঠের তাঁবুর খুঁটি জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতে নিলামে বিক্রয় হইবে। নিলাম ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট তারিখে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া নিলাম ক্রয় করিতে পারেন। ইতি—৭।১০।৫৮

এস, ডি, ও, জঙ্গিপুর।

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ৭ই নভেম্বর তারিখে বেলা ৩ ঘটিকার সময় জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতে ৩০৫টা পুরাতন তাঁবু নিলামে বিক্রয় হইবে, নিলাম ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট তারিখে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া নিলামে ক্রয় করিতে পারেন। ইতি ৭।১০।৫৮

এস, ডি, ও, জঙ্গিপুর।

জমি বিক্রয়

থানা সুতীর অন্তর্গত রাতুরী মৌজায় (ডাঁই গ্রামে) আনুমানিক ২৫৷৷০ সাড়ে পঁচিশ বিঘা উৎকৃষ্ট ধানী জমি বিক্রয় হইবে। গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। ১৩৬৫, ১৩ই ভাদ্র

শ্রীজগন্নাথ ত্রিবেদী, জেমো নূতনবাটী
পোঃ কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৫

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন। আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত